বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা)

কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

www.bsbk.gov.bd

ভূমিকা

একটি সংস্থার সুষ্ঠু পরিচালন, দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদন ও সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্য ও উপাত্ত। তাই বাংলাদেশ স্থলবন্দও কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী। বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয় সংস্থার বার্ষিক সফলতা ও ব্যর্থতার চিত্র, যা দ্বারা পরবর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত সহজতর হয়।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এই সংস্থার কার্যপরিধি ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। স্থল পথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ স্থল শুল্ক স্টেশনকে সরকারী গেজেটের মাধ্যমে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয় এবং এগুলোর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়। এ সংস্থার অধীনে বর্তমানে ২৩টি স্থলবন্দর রয়েছে। তন্মধ্যে ১০টি স্থলবন্দর চালু রয়েছে। অবশিষ্ট ১৩টি স্থলবন্দর উন্নয়ন ও চালুর অপেক্ষায় আছে।

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে স্থলবন্দর সম্পর্কে মানুষের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা প্রদান, উৎসাহ বৃদ্ধি সর্বোপরি তাদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো মকান্ত প্রয়োজন। বার্ষিক প্রতিবেদনটি পাঠান্তে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ভিশন, মিশন, কার্যাবলী জানা এবং মত প্রকাশের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই প্রতিবেদনে প্রতিবেশী দেশের সাথে বিদ্যমান স্থলবন্দর ও এর মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির প্রকৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান স্থলবন্দরের রাজস্ব কার্যক্রমের চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রতিবেদনে স্থলবন্দরসমূহের আমদানি-রপ্তানি, বন্দরে কর্মরত জনবল, বন্দরসমূহের অবস্থান, বন্দরসমূহের আয়-ব্যয় এবং সর্বোপরি বন্দরসমূহের কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে জড়িতদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পাশাপাশি বন্দরসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ও বন্দরসমূহের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

তপন কুমার চক্রবর্তী
চেয়ারম্যান

(১) পটভূমি :

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থল পথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০০১ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০নং আইন) এর আওতায় সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত ২৩ টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বিবিরবাজার, বাংলাবান্ধা, বিরল, বুড়িমারী, তামাবিল, আখাউড়া, ভোমরা, দর্শনা, বিলোনিয়া, নাকুগাঁও, রামগড়, গোবরাকুড়া-কড়ইতলী, সোনাহাট, টেগামুখ, চিলাহাটি, দৌলতগঞ্জ, শেওলা, ধানুয়া কামালপুর ও বাল্লা স্থলবন্দর ঘোষিত হয়েছে। এ বন্দরগুলো বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত রয়েছে। বর্তমানে ২৩টি স্থলবন্দরের মধ্যে ০৫টি স্থলবন্দর যথা- বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ এবং বিবিরবাজার স্থলবন্দর চুক্তি ভিত্তিতে পোর্ট অপারেটরের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বিরল ব্যতিত অন্য ৫টি স্থলবন্দরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা এবং নাকুগাঁও এই ৫টি স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। অবশিষ্ট ১৩টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভূটান এর মধ্যে মোটরযান চুক্তির (BBIN MVA) আওতায় অদূর ভবিষ্যতে স্থল পথে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি রাজস্বের পরিমাণও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

(২) স্থলবন্দর সমূহের মানচিত্রে অবস্থান পরিচিতি :

(৩) **স্থলবন্দর সমূহের অবস্থান পরিচিতি :**

ক্রমিক নং	স্থল বন্দরের নাম	স্থল বন্দর ঘোষণার তারিখ	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মায়ানমার অংশের নাম
১.	বেনাপোল স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	বেনাপোল, শার্শা, যশোর	পেট্রাপোল, বঁনগাও, ভারত
২.	বুড়িমারী স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	চেংড়াবান্ধা , পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৩.	আখাউড়া স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	রামনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত
৪.	ভোমরা স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	ভোমরা,সাতক্ষীরা সদর	গোজাডাঙ্গা, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৫.	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	৩০/০৯/২০১০	নালিতাবাড়ী, শেরপুর	ডালু, মেঘালয়, ভারত
৬.	তামাবিল স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	গোয়াইনঘাট, সিলেট	ডাউকি, শিলং, মেঘালয়, ভারত
৭.	দর্শনা স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	দামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা	গেদে, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৮.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	২৩/০২/২০০৯	বিলোনিয়া,ফেনী	বিলোনিয়া, ত্রিপুরা, ভারত
৯.	গোবড়াকুড়া- কড়ইতলী স্থলবন্দর	১৪/০৬/২০১০	হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	গাছুয়াপাড়া, মেঘালয়, ভারত
১০.	রামগড় স্থলবন্দর	০৭/১১/২০১০	রামগড়, খাগড়াছড়ি	সাবরুম, ত্রিপুরা, ভারত
১১.	সোনাহাট স্থলবন্দর	২৫/১০/২০১২	ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম	সোনাহাট, ধুবরী আসাম, ভারত
১২.	তেগামুখ স্থলবন্দর	৩০/০৬/২০১৩	বরকল, রাঙ্গামাটি	দেমাগ্রী/কাউয়াপুচিয়া মিজোরাম, ভারত
১৩.	চিলাহাটি স্থলবন্দর	২৮/০৭/২০১৩	ডোমার, নীলফামারি	হলদীবাড়ী, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
১৪.	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর	৩১/০৭/২০১৩	জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা	মাঝদিয়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
১৫.	ধানুয়াকামালপুর	২১/০৫/২০১৫	বক্সীগঞ্জ, জামালপুর	মহেন্দ্রগঞ্জ, আমপতি, মেঘালয়, ভারত
১৬.	শেওলা	৩০/০৬/২০১৫	বিয়ানীবাজার, সিলেট	সুতারকান্দি, করিমগঞ্জ, আসাম
১৭.	বাল্লা স্থলবন্দর	২৩/০৩/২০১৬	চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	পাহাড়মুরা, খৈয়াই, ত্রিপুরা
১৮.	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মহাদীপুর, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
১৯.	হিলি স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	হাকিমপুর, দিনাজপুর	হিলি, দঃ দিনাজপুর পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
২০.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	তেতুলিয়া, পঞ্চগড়	ফুলবাড়ি, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
২১.	টেকনাফ স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	টেকনাফ, কক্সবাজার	মংডু, সিটুওয়ে, মায়ানমার
২২.	বিবিরবাজার স্থলবন্দর	১৮/১১/২০০২	বিবিরবাজার কুমিল্লা সদর	শ্রীমন্তপুর, সোনামুড়া, ত্রিপুরা, ভারত
২৩.	বিরল স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	বিরল, দিনাজপুর	রাধিকাপুর, গাওড়া পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ:

১।	ঘোষিত স্থলবন্দরের সংখ্যা:	২৩টি
২।	চালু স্থলবন্দরের সংখ্যা: (নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ৫টি+বিওটি ভিত্তিতে ৫টি)	১০টি
৩।	বাস্থবকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনাধীন স্থলবন্দরের সংখ্যা:	১৭টি
৪।	বিওটির ব্যবস্থাপনাধীন স্থলবন্দরের সংখ্যা:	০৬টি
৫।	উন্নয়ন কার্যক্রমাধীন স্থলবন্দরের সংখ্যা:	১২টি

(৪) ভিশন :

স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর ও উন্নততরকরণ।

(৫) মিশন :

স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান।

(৬) কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

ক) স্থলবন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন;

খ) স্থলবন্দরে পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য অপারেটর নিয়োগ;

গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও ফিসের তফসিল প্রণয়ন;

ঘ) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চুক্তি সম্পাদন।

(৭) কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদ :

৭.১) বোর্ড গঠন :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর (২০০১ সনের ২০ নং আইন) ধারা-৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত হয়।
বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। যথা-

i. একজন চেয়ারম্যান

ii. তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং

iii. তিনজন খন্ডকালীন সদস্য, যাদের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা, একজন শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত বেসরকারি ব্যক্তি এবং অন্য একজন সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি।

৭.২) বোর্ড পরিচালনা :

i. কর্তৃপক্ষের পরিচালন ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে বোর্ডও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

ii. বোর্ড তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।

iii. চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তাধীনে কর্মরত থাকবেন।

iv. খন্ডকালীন সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং নিয়োগের তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং পুনরায় নিয়োগযোগ্য হবেন।

v. চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন।

vi. চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

৭.৩) বোর্ডের সভা :

i. বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
ii. বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য একজন সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যূন দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।
iii. বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।
iv. বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
v. বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা কেবলমাত্র বোর্ডের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে অবৈধ হবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন ও উত্থাপন করা যাবে না।

(৮) সাংগঠনিক কাঠামো :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদসংখ্যা
১.	চেয়ারম্যান	১
২.	সদস্য (উন্নয়ন)	১
৩.	সদস্য (ট্রাফিক)	১
৪.	সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)	১
৫.	পরিচালক (প্রশাসন)	১
৬.	পরিচালক (ট্রাফিক)	২
৭.	পরিচালক (হিসাব)	১

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/কর্মচারী	পদসংখ্যা
৮.	পরিচালক (অডিট)	১
৯.	সচিব	১
১০.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১
১১.	১ম শ্রেণী	৪০
১২.	২য় শ্রেণী	১৮
১৩.	৩য় শ্রেণী	২০৩
১৪.	৪র্থ শ্রেণী	৪৩

সর্বমোট=	৩১৫

বন্দরভিত্তিক পদের বিবরণ :

ক্রমিক নং	দপ্তর/বন্দর	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	ক্রমিক নং	দপ্তর/বন্দর	অনুমোদিত পদ সংখ্যা
১.	প্রধান কার্যালয়	৮১	১৩.	গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর	০৬
২.	বেনাপোল স্থলবন্দর	১২৩	১৪.	বিবিরবাজার স্থলবন্দর	০৮
৩.	বুড়িমারী স্থলবন্দর	১১	১৫.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	০৮
৪.	আখাউড়া স্থলবন্দর	০৯	১৬.	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	জনবল এখনও সৃজিত হয়নি।
৫.	হিলি স্থলবন্দর	১০	১৭.	রামগড় স্থলবন্দর	
৬.	টেকনাফ স্থলবন্দর	০৮	১৮.	সোনাহাট স্থলবন্দর	
৭.	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	১০	১৯.	তেগামুখ স্থলবন্দর	
৮.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	১০	২০.	চিলাহাটি স্থলবন্দর	
৯.	ভোমরা স্থলবন্দর	০৭	২১.	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর	
১০.	বিরল স্থলবন্দর	০৬	২২.	ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর	
১১.	তামাবিল স্থলবন্দর	১০	২৩.	শেওলা স্থলবন্দর	
১২.	দর্শনা স্থলবন্দর	০৮	২৪.	বাল্লা স্থলবন্দর	
সর্বমোট=					৩১৫

(৯) জনবল নিয়োগ :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে গত ০১-০৮-২০১৬ তারিখ ০৫ জন হিসাবরক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়।

(১০) প্রতিবেদনাধীন বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :

১০.১) আইটি/তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক :

(ক) স্থলবন্দরের প্রশাসনিক ও আর্থিক খাতে Automation প্রবর্তনকরণ: স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে "SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Benapole & Burimari Land Port" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের কয়েকটি শেডের লোড, আনলোড, রাজস্ব দপ্তরের রাজস্ব আদায় ও ওয়েব্রীজ স্কেলের ওজন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি অটোমেশনের জন্য Piloting করা হয়। ইতোমধ্যে অটোমেশন কার্যক্রম Software এর Demo প্রদর্শিত হয়েছে। বর্তমানে বেনাপোল স্থলবন্দরে Automation কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(খ) স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ডিজিটালাইজড : বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে শেওলা, রামগড়, ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন ও বেনাপোল স্থলবন্দরে সিসিটিভি সংস্থাপন প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

(গ) ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি চালুকরণ: বর্তমানে বাস্থবকের উন্নয়নমূলক কাজসহ প্রায় ৯৫% ক্রয় ই-জিপি এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

(ঘ) জাতীয় ই-তথ্য কোষ ও ওয়েবসাইট সংক্রান্ত : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i এর আওতায় জাতীয় ই-তথ্য কোষ এ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের যাবতীয় তথ্যাদি (Content) ও ওয়েবসাইটে upload করা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান ওয়েবসাইটকে ওয়েব পোর্টালে (বাংলা ও ইংরেজিতে) রূপান্তর করা হয়।

(ঙ) আইসিটি প্রশিক্ষণ : বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ বছর মেয়াদী Post Graduate Diploma in ICT for Development শীর্ষক প্রশিক্ষণ ১জন কর্মকর্তা সম্পন্ন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতা ২০১৬-১৭ বাস্থবকের আরো ২ জন কর্মকর্তাকে ১ বছর মেয়াদী উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। বর্তমানে বর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয় প্রশিক্ষণরত রয়েছেন। প্রশিক্ষিত জনবল অত্র সংস্থার ডিজিটালাইজড কার্যক্রমে অগ্রনি ভূমিকা পালন করবেন।

(চ) ই-ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তন : ই-ফাইল ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে a2i কর্তৃক বাস্থবকের ৩ জন কর্মকর্তাকে ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে বাস্থবকের ৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ই-ফাইলিং (নথি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ই-ফাইলিং কার্যক্রম লাইভ সার্ভারে সম্পন্ন করা হয়।

(ছ) সেবা সহজীকরণের আওতায় ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন : সেবা সহজীকরণের আওতায় বাস্থবকের ০৫ জন কর্মকর্তাকে a2i এর সহযোগিতায় ই-সার্ভিস ডিজাইন ও বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে বাস্থবকের আওতাধীন স্থলবন্দরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে a2i সহযোগিতায় ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ToR, RFP, EoI সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে "ই-সার্ভিস ডিজাইন ও উন্নয়ন" খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সকল কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হলে স্থলবন্দরের বিদ্যমান সেবাসমূহ ই-সার্ভিসের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এতে সিএন্ডএফ এজেন্ট, আমদানি-রপ্তানিকারকগণ উপকৃত হবেন এবং আমদানি-রপ্তানি প্রসার বৃদ্ধি পাবে।

১০.২) মানব সম্পদ উন্নয়ন :

(ক) ইনহাউজ প্রশিক্ষণ :

ক্রম	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা	৪০ জন
২	দক্ষতা উন্নয়ন	০৫ জন

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব তপন কুমার চক্রবর্তী এর সভাপতিত্বে গত ০৭-০৮-২০১৬ তারিখ বাস্থবকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ :

ক্রম	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন	আরপিএটিসি	২৫ জন

(গ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ :

ক্রম	প্রশিক্ষণের বিষয়	দেশের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	০৯-১০ আগস্ট/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত The National Trade Portal and Single Window Best Practices Forum	শ্রীলংকা	০১
২	Efficiency Improvement of Bangladesh Land Port Authority.	কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম	১৫

১০.৩) দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম :

ক) বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বুড়িমারী এবং ভোমরা স্থলবন্দরে বেসরকারিভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার শ্রমিকরা পণ্য উঠা-নামার কাজে সম্পৃক্ত আছেন। এতে স্থানীয় হতদরিদ্র ও দরিদ্র শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

খ) বেনাপোল, আখাউড়া, বুড়িমারী ও ভোমরা স্থলবন্দরে ক্লিনিং ও সুইপিং ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠির কিয়দংশের কর্মসংস্থানের পথ সুগম হয়েছে।

গ) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার ফলে সে সকল অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবীর লোকজনের সমাগম ঘটে। এতে ঐ সকল অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ধারাবাহিকতায় পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে হতদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়ের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

১০.৪) উন্নয়ন কার্যক্রম :

ক্রম	স্থলবন্দরের নাম	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	বেনাপোল	SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Benapole Land Port	➢ ট্রান্সশিপমেন্ট শেড ➢ ওয়্যারহাউজ ➢ ড্রেনেজ সিস্টেম ➢ পেভমেন্ট।	৫৯৬৬.১২
২.	বুড়িমারী	SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Burimari Land Port	➢ ২টি ট্রান্সশিপমেন্ট শেড ➢ ড্রেনেজ সিস্টেম ➢ পেভমেন্ট।	
৩.	তামাবিল	"তামাবিল স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প	➢ ৪০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০১ টি ওয়্যারহাউজ ➢ ইয়ার্ড ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ➢ ২ টি ওয়েব্রীজ স্কেল।	২০০০.০০
৪.	সোনাহাট	"সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প	➢ জমি অধিগ্রহণ, ➢ ভূমি উন্নয়ন ও বাউন্ডারী ওয়াল ➢ ওয়্যারহাউজ ➢ ইয়ার্ড ও রাস্তা ➢ ওয়েব্রীজ স্কেল ➢ ডরমিটরী ভবন ও টয়লেট কমপ্লেক্সসহ ➢ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।	৯০০.০০

ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, বুড়িমারী স্থলবন্দর

তামাবিল স্থলবন্দরের নাম ফলক

ওয়েব্রীজ স্কেল -১, তামাবিল স্থলবন্দর

ওয়েব্রীজ স্কেল -২, তামাবিল স্থলবন্দর

১০.৫ চলমান উল্লেখ্যযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রমসমুহ:

- তামাবিল স্থলবন্দরে ৬৯২৬.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ;
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থলবন্দরের উন্নয়নের জন্য "SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Benapole and Burimari Land Port" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ দুটি বন্দরের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ;
- সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৯.৪৩ কোটি ব্যয়ে জমি অধিগ্রহণসহ একটি উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ;
- ৪৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে "বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প ;
- বিশ্ব ব্যাংক ও সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৬৯৩.০০ কোটি টাকার "Bangladesh Regional Connectivity Project-1 Development of Sheola, Bhomra, Ramgarh land ports and up-gradation of security system of Benapole land port" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ৩৪.৫০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১১.০ ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ :

- ৬৭.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন;
- ৩৫.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন;
- ৫৮.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন;
- ১,৩২,১২৪.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০১-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে "বেনাপোল স্থলবন্দরে পার্কিং ইয়ার্ড, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, হেভি স্ট্যাক ইয়ার্ড ও অফিস বিল্ডিং সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ";
- ১৮,৯৮২.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০৯-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে "বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।
- ৮,০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর উন্নয়ন।
- ৭,৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে চিলাহাটী স্থলবন্দর উন্নয়ন।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সকল স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ/আধুনিকীকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

১২.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অর্জন :

<u>২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান</u>

মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি এর সদয় সম্মতি ও উপিস্থিতিতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব অশোক মাধব রায় মহোদয়ের সাথে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব তপন কুমার চক্রবর্তীর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গত ২৮-০৬-২০১৬ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো
২০১৬-২০১৭ এর উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক সভা

১৩.০ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বন্দরভিত্তিক আর্থিক বিবরণ ও লেখচিত্র :

স্থলবন্দরের নাম	আয় (লক্ষ টাকায়)
বেনাপোল	৪৩৯৬.৫৭
ভোমরা	১৬৮৭.২০
বুড়িমারী	২৭৫১.৩৫
আখাউড়া	৬.৩৬
টেকনাফ	২৫০.১৮
সোনামসজিদ	৩৩৭.৫৮
হিলি	৫৪০.৪৭
বিবিরবাজার	১.৯৪
বাংলাবান্ধা	১৯.৩৭
নাকুগাঁও	৬৮.৫০
সর্বমোট=	১০০৫৯.৫২

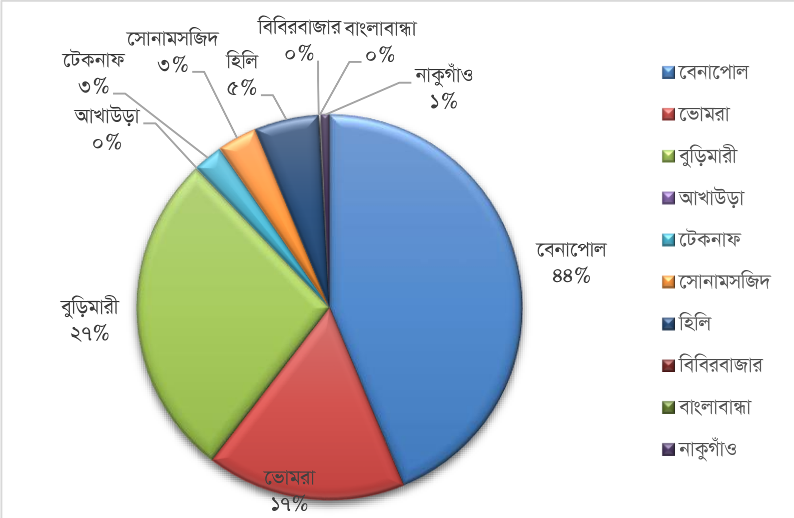

১৪.০ স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে অনুমোদিত আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের বিবরণ :

ক্রমিক নং	স্থল বন্দরের নাম	অনুমোদিত আমদানি পণ্যের তালিকা	অনুমোদিত রপ্তানি পণ্যের তালিকা
১.	বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর	সূতা (কাস্টম্স বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমুখী নীট পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানীয় সূতা ব্যতীত) ও গুড়া দুধ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২.	বুড়িমারী স্থলবন্দর, লালমনিরহাট	ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত) ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, টোব্যাকো, রেডিও টিভি পার্টস, সাইকেল পার্টস, ফরমিকা শীট, সিরামিক ওয়্যার, স্যানিটারী ওয়্যার, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, মার্বেল স্লাব এন্ড টাইলস, মিক্সড ফেব্রিক্স ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৩.	আখাউড়া স্থলবন্দর, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর , কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, শুটকীমাছ, সাতকড়া, আগরবাতি, জিরা।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৪.	ভোমরা স্থলবন্দর, সাতক্ষীরা	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, ব্যবহার্য কাঁচাতুলা, চাল, মশুর ডাল, কোর্টজ, তাজা ফুল, খৈল, গমের ভুষি, ভুট্টা, চাউলের কুড়া, সয়াবিন কেক, শুটকী মাছ (প্যাকেটজাত ব্যতীত), হলুদ, জীবন্ত মাছ, হিমায়িত মাছ, পান, মেথি (FENUGREE SEEDS), মাছ, চিনি, মসলা, জিরা, মোটর পার্টস, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, রেডিও টিভি পার্টস, মার্বেল স্লাব, তামাক ডাটা (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয়), শুকনা তেতুঁল, ফিটকিরী, Aluminium এর Tableware, Kitchenware, Fish feed, আগরবাতি, জুতার Sole, শুকনা কুল, Adhesive.	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৫.	নাকুগাঁও স্থলবন্দর, শেরপুর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

ক্রমিক নং	স্থল বন্দরের নাম	অনুমোদিত আমদানি পণ্যের তালিকা	অনুমোদিত রপ্তানি পণ্যের তালিকা
৬.	সোনামসজিদ স্থলবন্দর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৭.	হিলি স্থলবন্দর, দিনাজপুর	ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৮.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, পঞ্চগড়	ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত) ভারত হতে আমদানিকৃত পাথর, টিম্বার ও ফল।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৯.	টেকনাফ স্থলবন্দর, কক্সবাজার	সূতা, গুড়া দুধ, চিনি ও আলু ব্যতীত সকল প্রকার আমদানিতব্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১০.	বিবিরবাজার স্থলবন্দর, কুমিল্লা সদর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, বিভিন্ন প্রকার মসলা, সাতকরা ও আগরবাতি।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১১.	তামাবিল স্থলবন্দর, সিলেট	মাছ, সূতা, গুঁড়া দুধ, চিনি ও আলু ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১২.	দর্শনা স্থলবন্দর, চুয়াডাঙ্গা	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, চাল, ভূষি, ভূট্টা, বিভিন্ন প্রকার খৈল, পোল্ট্রি ফিড, ফ্লাই অ্যাশ, রেলওয়ে স্লিপার, বিল্ডিং স্টোন, রোড স্টোন, স্যান্ড স্টোন, বিভিন্ন প্রকার ক্লে, গ্রানুলেটেড স্লাগ, জিপসাম।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১৩.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর,ফেনী	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১৪.	গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর, ময়মনসিংহ	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১৫.	রামগড় স্থলবন্দর, খাগড়াছড়ি	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১৬.	সোনাহাট স্থলবন্দর, কুড়িগ্রাম	*পাথর, কয়লা, তাজা ফল, ভূট্টা, গম, চাল, ডাল,রসুন, আদা, পেঁয়াজ।*	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১৭.	তেগামুখ স্থলবন্দর, রাঙ্গামাটি	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১৮.	চিলাহাটি স্থলবন্দর, নীলফামারি	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১৯.	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর, চুয়াডাঙ্গা	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

ক্রমিক নং	স্থল বন্দরের নাম	অনুমোদিত আমদানি পণ্যের তালিকা	অনুমোদিত রপ্তানি পণ্যের তালিকা
২০.	ধানুয়া-কামালপুর, জামালপুর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ এবং কাঁচা সুপারি।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২১.	শেওলা, সিলেট	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ এবং তাজাফুল।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২২.	বাল্লা স্থলবন্দর, হবিগঞ্জ	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২৩.	বিরল স্থলবন্দর, দিনাজপুর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

১৫.০ <u>২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য</u>

(মেট্রিক টন/ট্রাক)

স্থলবন্দরের নাম	আমদানি	রপ্তানি
বেনাপোল	১৩৯৩২২৯ মে.টন	৩২৫৩৮১ মে.টন
বুড়িমারী	৪৩৯২৯০৭ মে.টন	৮৭০৪ ট্রাক
ভোমরা	২২৫৪৭৬৪ মে.টন	১২৭৪৩০ মে.টন
নাকুগাঁও	১২৩২৮২ মে.টন	৩৩ ট্রাক
আখাউড়া	০২ মে.টন	২১৪৭৫৫ মে.টন
সোনামসজিদ	২৭৬৩৪০৮ মে.টন	১৫২৪৮ মে.টন
হিলি	২৪৩৬৫৮৫ মে.টন	৪৫৩৭ মে.টন
টেকনাফ	৭২১১৭৭ মে.টন	৩১৮২ মে.টন
বিবিরবাজার	৪৫৫ মে.টন	১৩৫৩২০ মে.টন
বাংলাবান্ধা	৬০০৬৫৬ মে.টন	৭০৫১ মে.টন

১৬.০ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য :

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	৩১	১.৮১৩৫	০৫টি	০৯টি	০.১০৪৮	২২	১.৭০৮৭
সর্বমোট		৩১	১.৮১৩৫	০৫টি	০৯টি	০.১০৪৮	২২	১.৭০৮৭

১৭.০ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিগত ০৫ বছরের পরিসংখ্যান

(ক) স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ৫ (পাঁচ) বছরের আয়ের চিত্র

অর্থ বছর	আয় (লক্ষ টাকায়)
২০১২-২০১৩	৪৭৭৮.৪২
২০১৩-২০১৪	৬১৩০.৭৬
২০১৪-২০১৫	৭০৫১.৯৬
২০১৫-২০১৬	৮৩২০.৯১
২০১৬-২০১৭	১১১৪৭.৪৭

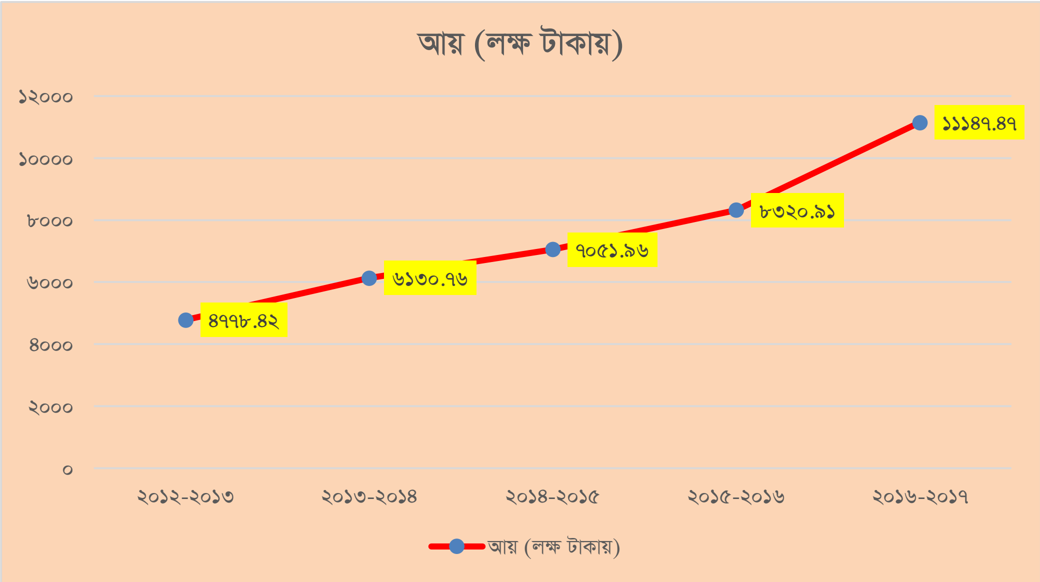

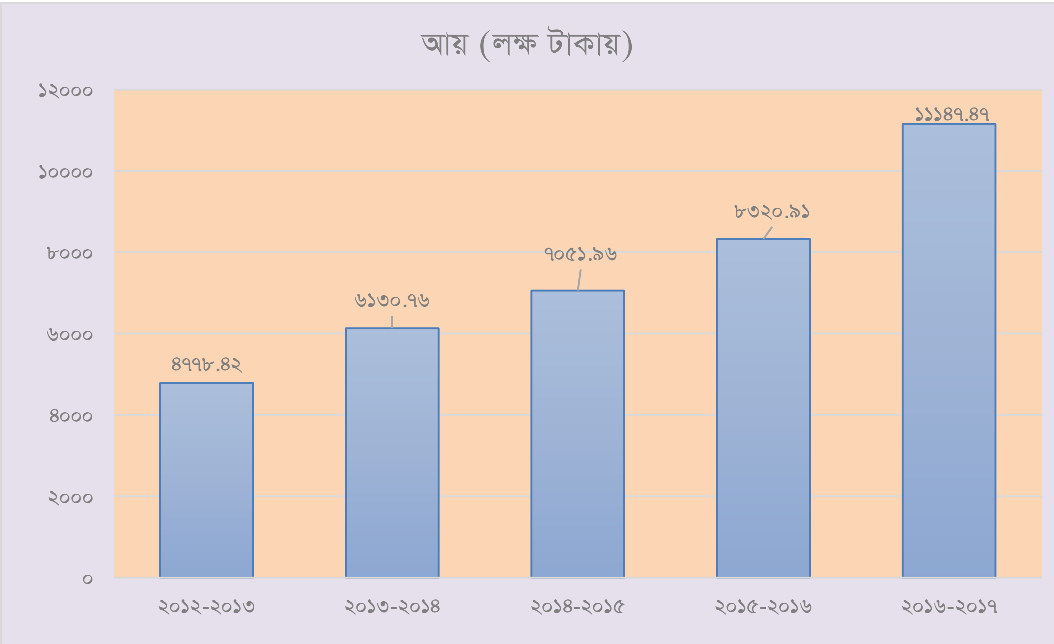

(খ) বেনাপোল স্থলবন্দরের ৫ (পাঁচ) বছরের আয়ের চিত্র

অর্থ বছর	আয় (লক্ষ টাকায়)
২০১২-২০১৩	২৮৩০.০৮
২০১৩-২০১৪	২৬৪৭.৮৬
২০১৪-২০১৫	৩১৪৪.২৮
২০১৫-২০১৬	৩৪০৬.৭৪
২০১৬-২০১৭	৪৩৯৬.৫৭

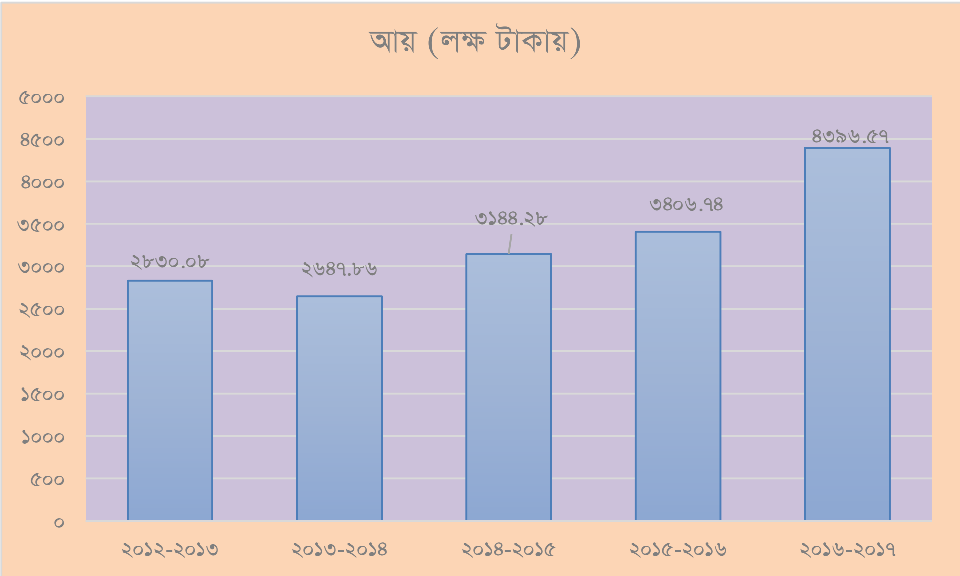

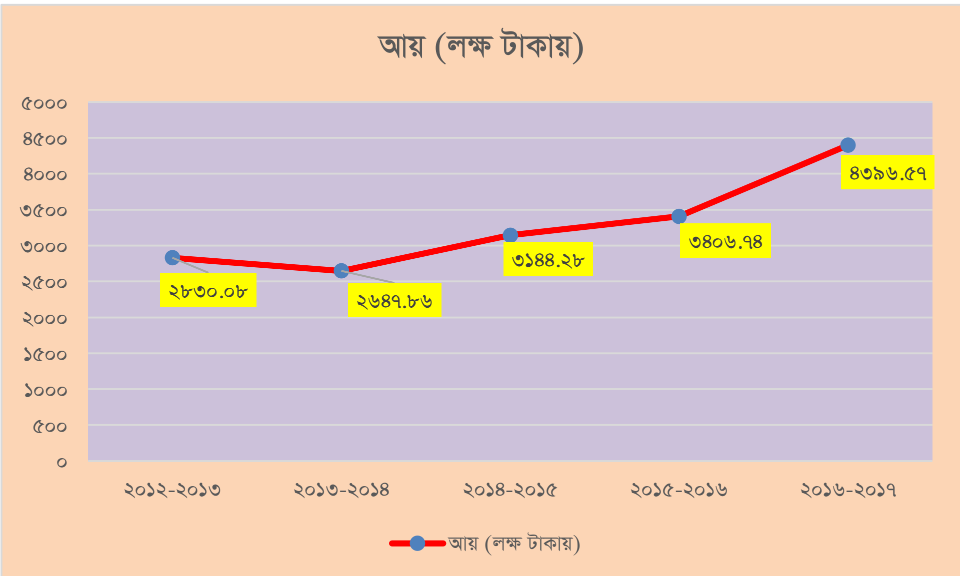

(গ) ভোমরা স্থলবন্দরের ৫ (পাঁচ) বছরের আয়ের চিত্র

অর্থ বছর	আয় (লক্ষ টাকায়)
২০১২-২০১৩	৯০.৪০
২০১৩-২০১৪	৯৭৩.৮২
২০১৪-২০১৫	১৩০৩.৫৪
২০১৫-২০১৬	১৩২৯.৩৭
২০১৬-২০১৭	১৬৮৭.২০

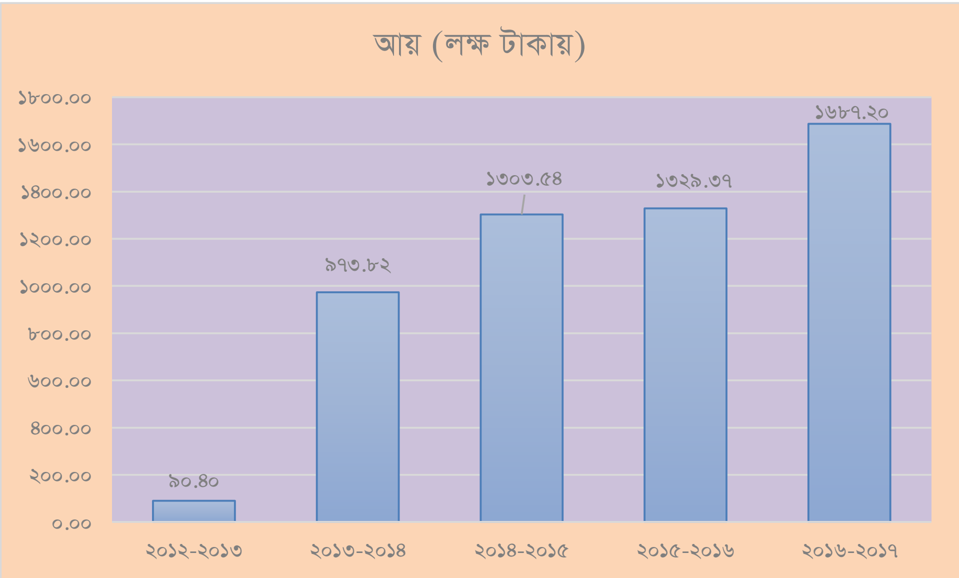

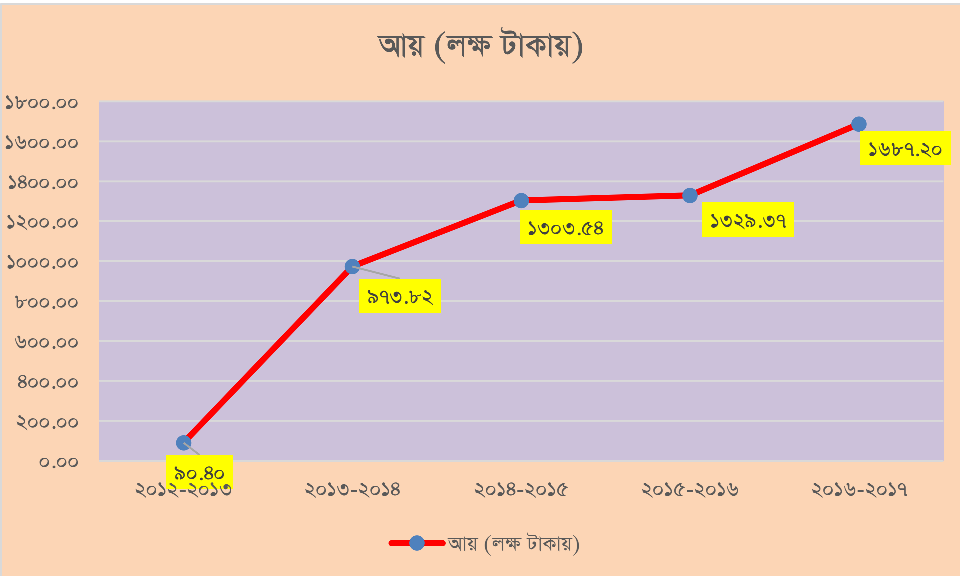

(ঘ) বুড়িমারী স্থলবন্দরের ৫ (পাঁচ) বছরের আয়ের চিত্র

অর্থ বছর	আয় (লক্ষ টাকায়)
২০১২-২০১৩	৩৫০.৩৭
২০১৩-২০১৪	৫২০.০৭
২০১৪-২০১৫	৭০৩.২১
২০১৫-২০১৬	১৬০২.০৬
২০১৬-২০১৭	২৭৫১.৩৫

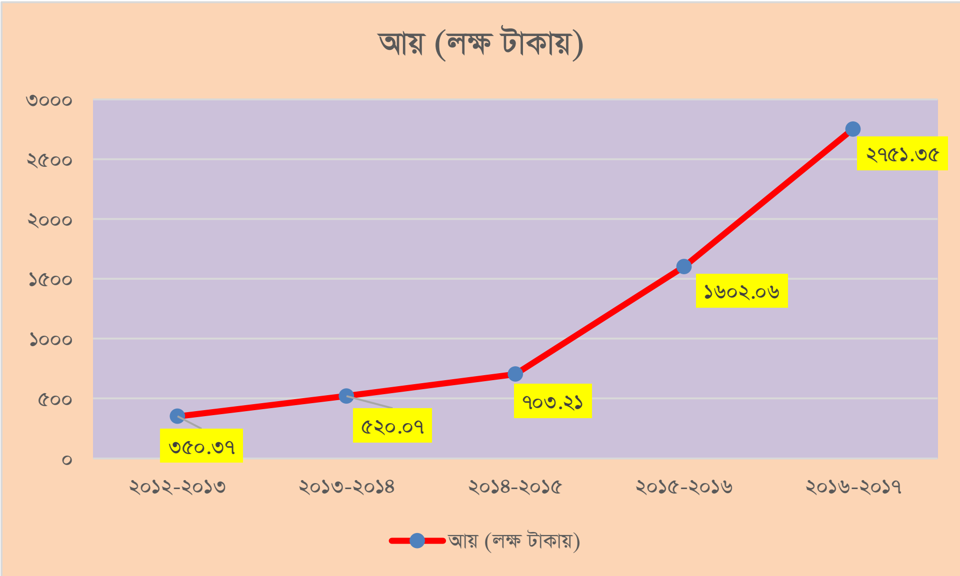

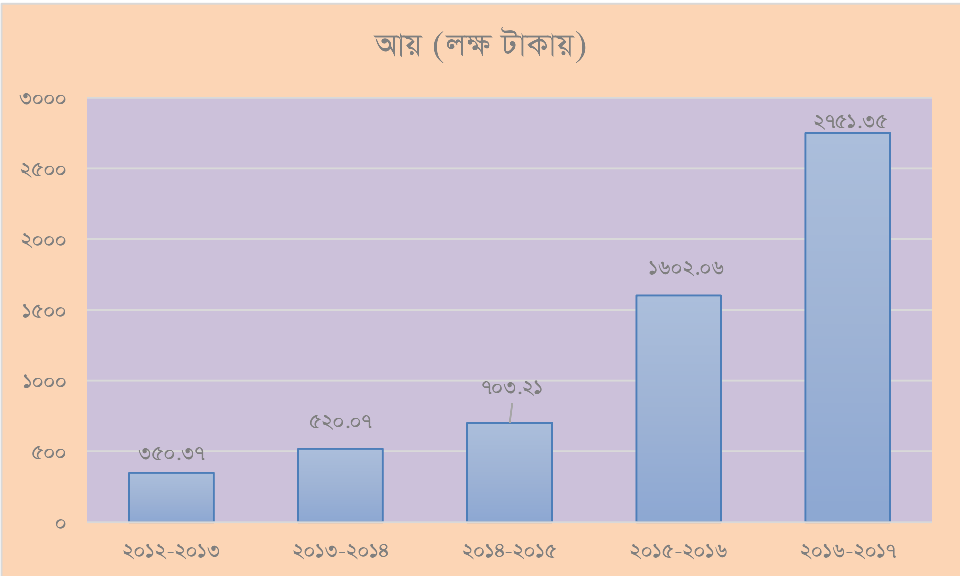

১৮.০ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ৫ (পাঁচ) বছরের সরকারি কোষাগারে ভ্যাট, আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ জমার বিবরণ ও চিত্র

অর্থ বছর	সরকারি কোষাগারে জমা (লক্ষ টাকায়)
২০১২-২০১৩	১৬১০.৮৯
২০১৩-২০১৪	১৬৯৪.৩৯
২০১৪-২০১৫	২০৪৬.১
২০১৫-২০১৬	২০৪৪.৬৬
২০১৬-২০১৭	৩০৩৫.০০

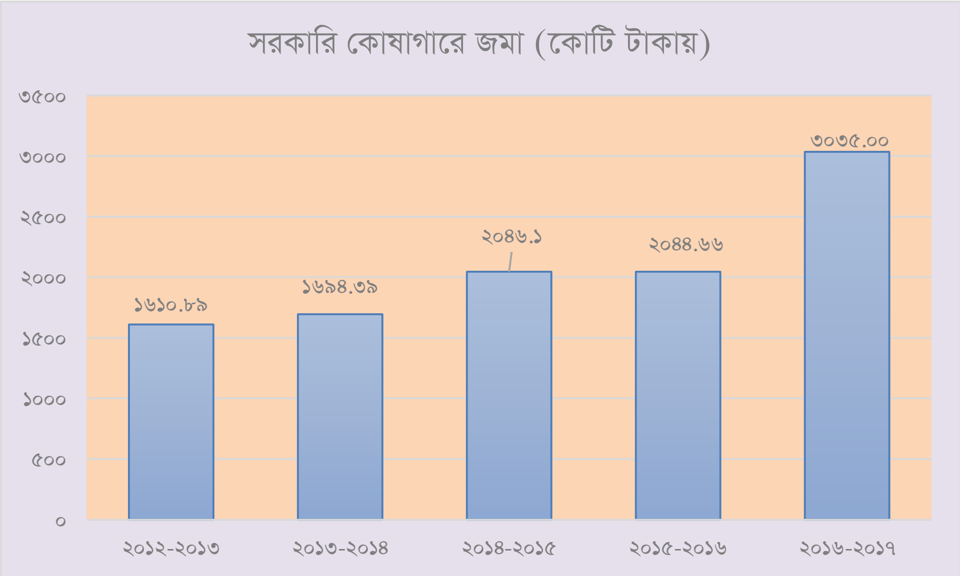

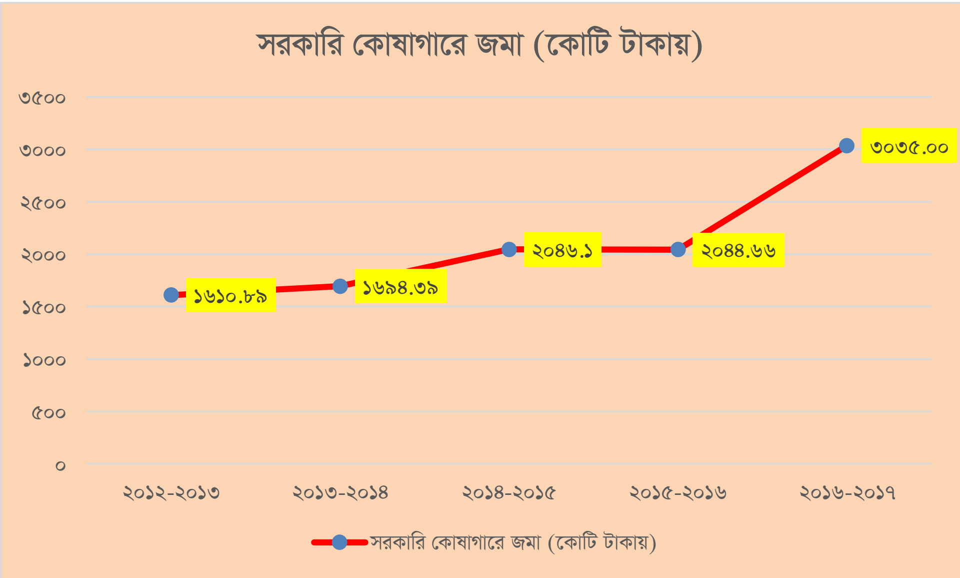

১৯.০ স্থলবন্দর সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোক চিত্র

বেনাপোল স্থলবন্দরে অপারেশনাল কার্যক্রম

ভোমরা স্থলবন্দরে অপারেশনাল কার্যক্রম

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

CERTIFICATE OF MERIT

On the occasion of the International Customs Day,
the World Customs Organization
awards this certificate to

Chairman

representing

Bangladesh Land Port Authority

for rendering exceptional service to
the international Customs community

御厨邦雄

Kunio Mikuriya
Secretary General

World Customs Organization কর্তৃক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষকে Certificate of Merit Award প্রদান

০৯/০৩/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনাফ স্থলবন্দর সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটির সভা